দৈনিক ইনকিলাব

APR. 05 2002

যাত্রাপুরে মানুষের ঢল ❑ শিহাবের দাফন সম্পন্ন

টেলিফোন টেপে রয়েছে মহিলা কণ্ঠস্বর ❑ ইতালী থেকে চিঠি দিয়ে জোলেখাপুত্র লিটন ৫ লাখ টাকা চেয়েছিল

ইনকিলাব ঃ এই সেই সাইকেল। যেটির প্রলোভন দেখিয়ে শিহাবকে অপহরণ করা হয়েছিল। ইনসেটে নিহত শিহাব

তৌহিদুল ইসলাম ॥ এখনো মিলিয়ে যায়নি সন্তানহারা মমতাময়ী মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ। দীর্ঘশ্বাসের চাপা আওয়াজ এখনো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ছায়াবীথির হাউজিং-এর সেই বাড়ীটিতে যেখানে বাবা, মা, ভাই-বোনের সাথে খেলে বেড়াতো শিহাব আহাম্মেদ নামের নিষ্পাপ আদরমাখা চেহারার ছোট্ট ছেলেটি। সেই বাসাটিতে এখন শত মানুষের পদচারণা। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বিরাজ করছে নিদারুণ শূন্যতা। কি যেন নেই। এমন একজন নারী-পুরুষ নেই যারা বাসার ভিতরে ঢুকে দেয়ালে টাঙ্গানো হাসিমুখের মায়াভরা শিহাবের ছবিটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস না ফেলেছে। স্বজনদের বুকের চাপা শোক বাঁধ মানাতে পারেনি। ছবির দিকে তাকিয়েই ডুকরে কেঁদে উঠছেন তারা। প্রতিদিন কতভাবে কত মানুষ মারা

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাকা, শুক্রবার ২২ চৈত্র ১৪০৮, ৫ এপ্রিল ২০০২

যাত্রাপুরে মানুষের ঢল ❑ শিহাবের দাফন সম্পন্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যায়। কিন্তু নিষ্পাপ একটি শিশুকে কেটে টুকরো টুকরো করে এ ধরনের বীভৎস মৃত্যু সত্যিই আন্দোলিত করেছে মনুষ্য সমাজকে। মর্মস্পর্শী ও বেদনাবিধুর এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শুধু মিহাবের পরিবারই নয়– কেঁদেছে, ব্যথা অনুভব করেছে এদেশের সচেতন প্রতিটি মানুষ। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে শিহাবের পিতা শিল্পপতি খন্দকার দিলদার আহমেদ ও মমতাময়ী মা শাহানা আক্তার মলির। নাওয়া-খাওয়া ভুলে শোকে পাথর হয়ে গেছে বড় বোন দিনা। দিনরাত সে নিজের কক্ষে বসে থাকে আর একটু পর পর ছবির অ্যালবাম খুলে শত আদরের ছোট ভাইটির ছবি দেখে। পুরনো স্মৃতি তাকে আবেগাপ্লুত করে তুলে। ছোট ভাই সাড়ে ৩ বছরের শিশু সাকিবের মনেও দাগ কেটে গেছে। এখনো তার বুঝার বয়স হয়নি। তবুও মুখে 'ভাইয়া নাই', 'ভাইয়া নাই' এই বুলি ফুটছে। শিহাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল মডেল হাই স্কুলেও ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিরাজ করছে শোকের ছায়া।

এদিকে শিহাব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র ২০ লাখ টাকার জন্যই শিল্পপতিপুত্র শিহাবকে অপহরণ করে নিয়ে নৃশংস কায়দায় টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়েছে নাকি এর পেছনে অন্য কোন মোটিভ কাজ করছে তা এখনো পুলিশ উদঘাটন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শুধু টাকার জন্যই তারা শিহাবকে অপহরণ করে থাকে তাহলে অপহরণের মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে তাকে খুন করতো না। আর খুনীরা অপহরণের ২ দিন পর প্রথমবারের মত টেলিফোন করে দিলদার আহমেদের কাছে মুক্তিপণ দাবী করে। পুলিশ গতকাল দুপুরে মুন্সীগঞ্জের

শ্রীনগর থেকে একটি বাই-সাইকেল উদ্ধার করেছে। এই সাইকেলটি দিয়েই অপহরণকারীরা শিহাবকে টোপ দিয়েছিল। তার হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক রাজু ও রুবেলকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। রাজুকে গ্রেফতার করা গেলেই পুরো রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত। অপরদিকে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাগেরহাটের যাত্রাপুরে গ্রামের বাড়ীতে শিহাবের লাশ দাফন করা হয়েছে। এ সময় এলাকার শত শত শোকাতুর লোক, স্কুলছাত্র উপস্থিত হয়।

এলাকার প্রতিটি স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের ঢল নামে। শোকে ভারী হয়ে ওঠে যাত্রাপুরের আকাশ-বাতাস। নামে স্বজনদের ক্রন্দন রোল। এসবের মাঝেই চির শয়নে শায়িত হয় মা-বাবার আদরের শিহাব।

কি রয়েছে সেই টেপে

গত ১৩ মার্চ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ শিহাব অপহরণ মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে। এরপর থেকে তারা শিহাবদের বাসার টেলিফোনটি টেপ করে। পুলিশ এই টেপ মনিটরিং করে। শিহাবের পিতাও নিয়মিত খিলগাঁও টিএন্ডটি অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। গতকাল খিলগাঁও টিএন্ডটি এক্সচেঞ্জে গেলে জানা যায়, পুলিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুরো টেপটি নিয়ে গেছে। মামলার তদন্তকারী পুলিশ জানায়, প্রায় ১ মাস তারা টেলিফোনটি টেপ করেছে। সেই টেপে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। অপহরণকারীরা ২/১ দিন পরপরই দিলদার আহমেদকে টেলিফোন করে মুক্তিপণের টাকা দাবী করত। তবে তারা খুবই সুচতুর হওয়ায় কখনও টেলিফোন বুথ, কার্ডফোন আবার কখনও ফোন ফ্যাক্সের দোকান থেকে ফোন করত। সেজন্যই পুলিশ তাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। টেলিফোনের টেপ পরীক্ষা করে পুরুষ কণ্ঠের পাশাপাশি নারী কণ্ঠও পাওয়া গেছে। অপহরণকারীরা মহিলাদের দিয়েও মুক্তিপণ দাবী করিয়েছিল। এই মহিলা কণ্ঠের সন্ধানে রয়েছে এখন গোয়েন্দা পুলিশ। পুলিশের ধারণা মতে কণ্ঠটি গ্রেফতারকৃত গণফোরাম নেত্রী জোলেখা হক মৃধা অথবা তার বোনের মেয়ে কংকন আক্তার কনকের হতে পারে। বর্তমানে তারা জেলে রয়েছে। তবে আদালতের অনুমতি পেলে তারা কণ্ঠ মিলিয়ে দেখবে। পুলিশ মামলার তদন্তের স্বার্থে টেপের সমস্ত বক্তব্য এখনও প্রকাশ করেনি।

জোলেখাপুত্র লিটনের চিঠিটি কোথায়

গণফোরাম নেত্রী জোলেখা হক মৃধার বড় ছেলে লিটন খিলগাঁও এলাকার পেশাদার সন্ত্রাসী ছিল। গত ২০০০ সালে সবুজবাগ থানা পুলিশের সাথে গণ্ডগোলের পর তাকে ইটালী পাঠিয়ে দেয়া হয়। গত ঈদুল ফিতরের পর লিটন তার মায়ের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতে লেখা ছিল জরুরী কারণে তার ৫ লাখ টাকা দরকার। টাকা

না হলে তাকে ইটালী থেকে পালিয়ে আসতে হবে। এরপর থেকেই জোলেখা হক টাকার জন্য বিভিন্ন দিকে ধরনা দিতে থাকে। লিটনের ভাই অর্থাৎ জোলেখার ছোট ছেলে সন্ত্রাসী রুবেলও টাকার জন্য নানা পরিকল্পনা করতে থাকে। এরপর জোলেখার ভাই রাজু ও ছেলে রুবেল মিলে অপহরণের পরিকল্পনা করে। অপহরণের পর তাকে হত্যা করার পর সবাই মিলে এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে লাশটি টুকরো টুকরো করে এবং গুম করে ফেলে। এরপর সবকিছু গুছিয়ে উঠেই তারা মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা করে। রাজু সম্পর্কে খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, সে ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ ছোটখাটো অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। তবে সে শুধুই মুক্তিপণের জন্য শিহাবকে অপহরণের পর টুকরো করে হত্যা করেছে কিনা তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সংশয় রয়েছে। আর রাজুরা একসময় শিহাবদের বাড়ীতেই ভাড়া থাকত। একপর্যায়ে তাদের বাড়ী থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। সে সময়ের কোন ঘটনাও এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কাজ করতে পারে। এদিকে শিহাবের মৃত্যুর পর গত ১ এপ্রিল থেকে তার পরিবার বলছে, তারা দারুণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

সেই সাইকেলটি উদ্ধার হয়েছে

শিহাবের সাইকেল চালানোর খুব শখ ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে তার মা কখনই তাকে সাইকেল কিনে দেয়নি। সাইকেলের প্রতি শিহাবের দুর্বলতার এই বিষয়টি জানত রাজু। সেজন্যই তারা সাইকেল দিয়েই শিহাবকে টোপ দেয়। অপহরণের আগে মাঝে মধ্যে তারা শিহাবকে সাইকেল ভাড়া করে দিয়েছে। গ্রেফতারকৃত লিটনের বক্তব্য মতে, সর্বশেষ তারা শিহাবকে গোপনে সাইকেল কিনে দেয়ার প্রলোভন দেখায়। ঘটনার ১ মাস আগে রাজু তার গলার চেইন বন্ধক রেখে এবং তার বোন জোলেখার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি সাইকেল কিনে দেয়। এরপর থেকেই শিহাব রাজু এবং তার বন্ধু লিটন ও আবু সাঈদকে ভাল বন্ধু হিসেবে জানে। যেহেতু তার মা সাইকেল চালাতে দিতে রাজি নয় সেহেতু স্কুল শেষে সে সাইকেল চালিয়ে আবার লিটন বা আবু সাঈদের কাছে জমা রেখে যেত। গত ৭ ফেব্রুয়ারী সাইকেল চালানোর কথা বলেই আবু সাঈদ ও লিটন তাকে নিয়ে যায় ২৮৭/২ নর্থ গোড়ান সিপাহীবাগের জোলেখা হক মৃধার ক্লাব ঘরে। এর মাত্র ৪৫ মিনিটের মাথায় শিহাবকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। লিটন ও সাঈদের জবানবন্দী অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১২টায় গোয়েন্দা পুলিশ মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থেকে আলামত হিসেবে সাইকেলটি উদ্ধার করে। শিহাবকে হত্যার পরে খুনীরা বংশালের ২০৮ নম্বর এল এ সাইকেল পার্টসের দোকানে ১৮শ' টাকায় সাইকেলটি বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে সুমন নামে এক ছেলে সাইকেলটি কিনে শ্রীনগর নিয়ে যায়।

আমাদের বাগেরহাট জেলা সংবাদদাতা শওকত আকুঞ্জী জানান, রাজধানী ঢাকায় অপহরণকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত স্কুলছাত্র শিহাব খন্দকার (১৩)-এর খণ্ডিত দেহের দাফন করা হয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) জোহর বাদ বাগেরহাটের যাত্রাপুরে শিহাবদের গ্রামের বাড়ীতে দাদা-দাদীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে বাড়ী সংলগ্ন একটি মাঠে শিহাবের লাশের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এ জানাজায় নিহতের নিকটআত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও সংলগ্ন এলাকার কয়েকশ' মানুষ শরীক হয়। আজ (শুক্রবার) আসর বাদ যাত্রাপুরের বাড়ীতে তার রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

তারা শিহাবের দেহ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখে। এরপর তারা তার পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ বাবদ টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। গত ৩১ মার্চ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে দুই হত্যাকারী আটক হওয়ার পর এই নির্মম হত্যা-কাহিনী প্রকাশিত হয়। উদ্ধার করা হয় কিশোর শিহাবের দেহের প্রায় সব ক'টি টুকরো। শিহাবের খণ্ডিত দেহের ময়নাতদন্ত ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে বৃহস্পতিবার পরিবারের শোকাহত স্বজনরা তার কফিন নিয়ে গ্রামের বাড়ী